# পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ:

## ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব


আবুল বারকাত

মো: অলিউল ইসলাম

আতাউর রহমান

HDRC Human Development Research Centre

House #5, Road # 8, Mohammadia Housing Society, Mohammadpur, Dhaka –1207, Bangladesh
Phone: (+88 02) 58150381, 58157621, 8101704, Fax: 880-2-8157620;
E-mail: info@hdrc-bd.com; Website: www.hdrc-bd.com


প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত সংগঠনের জন্য:


ALRD এএলআরডি

House # 1/3, Block # F, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: (+88 02) 9114660, 9146286, Fax: 880-2-8141810;
E-mail: alrd@agni.com; Website: www.alrd.org



ঢাকা: ৩১ মে, ২০২৩

# পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ:

## ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব


আবুল বারকাত[১]

মো: অলিউল ইসলাম[২]

আতাউর রহমান[২]


ঢাকা: ৩১ মে, ২০২৩

---

[১] (অব.) অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার এবং সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

[২] গবেষক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)

# কৃতজ্ঞতা

রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যয়ের নির্দেশক এবং আয়ের উৎস খাত পরিমাপক হিসেবে বাজেট উত্থাপন করা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই সরকারের বাজেটপ্রণেতারা যে পদ্ধতি অবলম্বনে বাজেট প্রণয়ন করেন তা আসলে পুঁজির আধিপত্য-কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি, যা 'জনকল্যাণ' নিশ্চিত করে না। বাজেট প্রণয়নে প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রেও চিন্তাপদ্ধতি-টাই বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অথচ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতীয় বাজেট একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। যদিও সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণিগুলোর জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ আছে তা যথেষ্ট কিনা, এবং এই বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের ক্ষুদে পারিবারিক কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী। বাজেটে পশ্চাৎপদ ও সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ থাকলেও এ চারটি জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো 'লাইন আইটেম' উল্লেখ নেই। অথচ এরা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠীর অংশীদার।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে, প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠন এএলআরডি (এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট), গবেষণা প্রতিষ্ঠান এইচডিআরসি (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার)- কে 'পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব' শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার দায়িত্ব প্রদান করে। এই জটিল কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য এইচডিআরসির ওপর আস্থা রাখায় আমরা এএলআরডির প্রতি কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদার প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই তার সর্বাত্মক সহযোগিতাপূর্ণ হাত বাড়িয়ে রাখার জন্য। উপ-নির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মণিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই পুরো বিষয়টির সম্পন্নকরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের পাশে থাকার জন্য। গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের উৎসাহ, অংশগ্রহণ ও দিকনির্দেশনা গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এএলআরডি-র রফিকুল ইসলাম, মির্জা মো: আজিম হায়দার, এবং কিশোর কুমার তঞ্চংগ্যা আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এজন্য তাদেরকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এএলআরডি কর্মীবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আঞ্চলিক পরামর্শ সভাগুলোয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তৃণমূল পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষায় তৎপর সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন; যা এই প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। তিনটি আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিং, রংপুর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বমোট ১৯২জন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তারা মূল্যবান মতামত দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। ৩১ মে ২০২৩ জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম- এর সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবাহ কামালসহ অন্যান্যদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। জাতীয় সেমিনারের সভাপতিত্ব করার জন্য সম্মতি প্রদানে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সাবেক মন্ত্রী এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন এম.পি-র প্রতি। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা এবং সামগ্রিক দিক নির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত এএলআরডি'র চেয়ারপারসন ও নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশি কবির। এইচডিআরসি-র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত অল্প সময়ে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে তারা ঐকান্তিক পরিশ্রম করেছেন। এক্ষেত্রে আবু তালেব, অজয় কুমার সাহা, মো. সাবেদ আলি, মো. কবিরুজ্জামান, বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবীদার।

যদি এই গবেষণা কর্মটি নীতিনির্ধারকদের জাতীয় বাজেট বরাদ্দকে ক্ষুদে পারিবারিক কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসীসহ সকল গরিব ও প্রান্তজনের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে তুলতে উৎসাহিত করায় ভূমিকা রাখে, তবে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। শুদ্ধতার কোনো সীমা নেই। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটি প্রণয়নে অনিচ্ছাকৃত যেসব ভুল রয়ে গেলো, তার দায় একান্তই আমাদের।

আবুল বারকাত
মো: অলিউল ইসলাম
আতাউর রহমান

ঢাকা : ৩১ মে ২০২৩

# সূচীপত্র


**নির্বাহী সারসংক্ষেপ ........ i-iv**

**অধ্যায় ১: সূচনা ........ ১**

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ........ ১
১.২ উদ্দেশ্য ........ ৩
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ........ ৩
১.৪ প্রতিবেদনের অধ্যায় বিন্যাস ........ ৬

**অধ্যায় ২: জাতীয় বাজেট: বরাদ্দ, ব্যয় ও পরিবীক্ষণ ........ ৭**

২.১ চলমান জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ ........ ৭
২.২ আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ ........ ৮
২.৩ বাজেট বরাদ্দের ব্যয় ও পরিবীক্ষণ ........ ৮

**অধ্যায় ৩: পারিবারিক কৃষি: জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব ........ ১০**

৩.১ সূচনা ........ ১০
৩.২ বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি: সংজ্ঞা ও সংখ্যা নির্ণয় ........ ১০
৩.৩ পারিবারিক কৃষি ও কৃষকের প্রান্তিকতা ........ ১২
৩.৪ বাজেট বক্তৃতায় পারিবারিক কৃষি ........ ১২
৩.৫ ২০২২-২৩ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ........ ১৩
৩.৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ........ ২১
৩.৭ পারিবারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ........ ২২
৩.৭.১ চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হলে যৌক্তিক হত? ........ ২২
৩.৭.২ আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হওয়া যুক্তি সঙগত? ........ ২৪
৩.৮ উপসংহারীয় মন্তব্য ........ ২৫

**অধ্যায় ৪: গ্রামীণ নারী: জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব ........ ২৬**

৪.১ সূচনা ........ ২৬
৪.২ গ্রামীণ নারীর প্রান্তিকতা ........ ২৬
৪.৩ গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা: করোনা ও অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ........ ২৭
৪.৪ জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারী ........ ২৭
৪.৫ ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ........ ২৮
৪.৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ........ ৩৩
৪.৭ গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ........ ৩৪
৪.৭.১ চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হলে যৌক্তিক হত? ........ ৩৪
৪.৭.২ আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হওয়া যুক্তি সংগত? ........ ৩৫
৪.৮ উপসংহারীয় মন্তব্য ........ ৩৭

**অধ্যায় ৫: আদিবাসী জনগোষ্ঠী: জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব ........ ৩৮**

৫.১ সূচনা ........ ৩৮
৫.২ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও সংশয় ........ ৩৮
৫.৩ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা ও করোনা-পরবর্তী বাস্তবতা ........ ৪০
৫.৪ সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ........ ৪০
৫.৪.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর কেমন? ........ ৪০
৫.৪.২ বর্তমান বাজেটে সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য যা নেই অথচ থাকা জরুরি ........ ৪২
৫.৫ পার্বত্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ........ ৪২
৫.৫.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে পার্বত্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর কেমন? ........ ৪২
৫.৫.২ বর্তমান বাজেটে পার্বত্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য যা নেই অথচ যা থাকা জরুরি ........ ৪৫

৫.৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ........................................ ৪৬
৫.৭ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ........................................ ৪৯
৫.৭.১ চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হলে যৌক্তিক হত? ............ ৪৯
৫.৭.২ আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হওয়া যুক্তিসংগত? ............... ৫০
৫.৮ উপসংহারীয় মন্তব্য ........................................ ৫১

**অধ্যায় ৬: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব ........................................ ৫২**

৬.১ সূচনা: ........................................ ৫২
৬.২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার – 'এ্যান্টি পাবলিক' পলিসি! ........................................ ৫২
৬.৩ বর্তমান বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য যা নেই অথচ থাকা জরুরি ........................................ ৫৩
৬.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ........................................ ৫৪
৬.৫ ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ........................................ ৫৫
৬.৬ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ........................................ ৫৭
৬.৬.১ চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হলে যৌক্তিক হত? ........ ৫৮
৬.৬.২ আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য ন্যায্য বরাদ্দ কত হওয়া যুক্তি সংগত? ........ ৫৯
৬.৭ উপসংহারীয় মন্তব্য ........................................ ৬১

**অধ্যায় ৭: গবেষণা ফলাফলের সার-সংক্ষেপ এবং সুপারিশমালা ........................................ ৬২**

৭.১ সূচনা ........................................ ৬২
৭.২ গবেষণা ফলাফলের সারসংক্ষেপ ও সুপারিশমালা ........................................ ৬২

**তথ্যসূত্র ........................................ ৭০**

## সারণি

সারণি ১.১: আঞ্চলিক/বিভাগীয় পরামর্শ সভাসমূহ........................................ ৪
সারণি ২.১: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) ........................................ ৭
সারণি ২.২: ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী শীর্ষ দশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ........................................ ৭
সারণি ২.৩: ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের খাতওয়ারি কর্মসূচির সংখ্যা ও বাজেটীয় বরাদ্দ .. ৮
সারণি ৩.১: কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে পারিবারিক কৃষির অংশ ........................................ ১৪
সারণি ৩.২: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অধীনে পারিবারিক কৃষির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ..... ১৯
সারণি ৩.৩: পারিবারিক কৃষির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ ........................................ ২১
সারণি ৩.৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপিছু উন্নয়ন ও পরিচালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে পারিবারিক কৃষির মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দ ........................................ ২২
সারণি ৩.৫: চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ........................................ ২৩
সারণি ৩.৬: আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ............... ২৪
সারণি ৪.১: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর অংশ........................................ ২৮
সারণি ৪.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অধীনে নারীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর অংশ ........................................ ৩০
সারণি ৪.৩: বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর জন্য ২০২২-২৩ জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ........................................ ৩৩
সারণি ৪.৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপিছু উন্নয়ন ও পরিচালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে গ্রামীণ নারীর মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দ........................................ ৩৪
সারণি ৪.৫: চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ........................................ ৩৫

সারণি ৪.৬: আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ......৩৬
সারণি ৫.১: বিভিন্ন উৎস অনুসারে বাংলাদেশে আদিবাসীর সংখ্যা (২০১১-২০২২)......৩৯
সারণি ৫.২: বিভিন্ন উৎস অনুসারে বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সংখ্যা......৩৯
সারণি ৫.৩: বাংলাদেশের আদিবাসী দলগুলোর আঞ্চলিক বিন্যাস ......৪০
সারণি ৫.৪: সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ......৪০
সারণি ৫.৫: সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত 'সাধারণ' বরাদ্দ ......৪১
সারণি ৫.৬: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে আদিবাসীদের অংশ ......৪৩
সারণি ৫.৭: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তরের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ......৪৫
সারণি ৫.৮: বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ......৪৭
সারণি ৫.৯: ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপিছু উন্নয়ন ও পরিচালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দ ......৪৮
সারণি ৫.১০: চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ......৪৯
সারণি ৫.১১: আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ......৫০
সারণি ৬.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট বরাদ্দ......৫৫
সারণি ৬.২: ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য অনুমিত উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ......৫৬
সারণি ৬.৩: ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপিছু উন্নয়ন ও পরিচালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য অনুমিত মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দ......৫৭
সারণি ৬.৪: চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ....৫৮
সারণি ৬.৫: আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত ন্যায্য বরাদ্দ মডেল ....৬০
সারণি ৭.১: বিভিন্ন বর্গের মানুষ/জনগোষ্ঠীর জন্য সুপারিশমালার তালিকা......৬২

**লেখচিত্র**

লেখচিত্র ১.১ আগামী ১০ বছরে দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রক্ষেপণ ......৫

**ছক**

ছক ৩.১: বাংলাদেশের কৃষিখামারের শ্রেণীবিন্যাস ......১১

**বক্স**

বক্স ৩.১: বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি খানার সংখ্যা - একটি প্রাথমিক হিসাব......১১

## পরিশিষ্ট

**পরিশিষ্ট ১** আঞ্চলিক পরামর্শ সভার প্রতিবেদন (সুপারিশমালাসহ)
(ক) বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং ঢাকার পরামর্শ সভার প্রতিবেদন ......৭৩-৮৭
(খ) সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী এবং রংপুরের পরামর্শ সভার প্রতিবেদন ......৮৮-১০০
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের পরামর্শ সভার প্রতিবেদন ......১০১-১১২
**পরিশিষ্ট ২** জাতীয় সেমিনারের প্রতিবেদন (সুপারিশমালাসহ) ......১১৩-১২৫

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২২ সালের ০৯ জুন বাংলাদেশের ৫২তম জাতীয় বাজেট উপস্থাপিত হয়। এই বাজেট প্রস্তাবনায় বাজেটের আকার বা মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা, যা ছিল বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১২ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি। চলমান বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৯,৮৮৬ টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এডিপিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি ও কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। আগামী ১ জুন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপিত হবে। নতুন বাজেটের আকার হতে পারে ৭ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। এটি চলমান বাজেটের চেয়ে ১২.৭% বেশি। আসন্ন বাজেটে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ দাঁড়াবে ৪৪,৯৫১ টাকা। টাকার অঙ্কে চলতি বাজেটের চেয়ে আসন্ন বাজেটের আকার ৮৫,৯৩৬ কোটি টাকা (১২.৭%) বেশি। তবে ৯% মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করলে মাত্র ৩.৩৭% বেশি।

পারিবারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী- দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ এবং প্রত্যেকেই প্রান্তিক। আমাদের দেশের বাজেটে এসব জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট বর্গভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় না।

আমাদের হিসেব মতে চলমান বাজেট বরাদ্দে পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী তার ন্যায্য বরাদ্দ পাচ্ছে না। এজন্য ন্যায্য বরাদ্দ হিসেবপত্তরের লক্ষ্যে আমরা দুটি মডেলের প্রস্তাব করছি। প্রথম মডেলে আদর্শ বরাদ্দের হিসেব (যখন প্রতিটি বর্গের মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হবে জাতীয় মাথাপিছুর সমান) আর দ্বিতীয় মডেলে বর্তমান কাঠামোতেই প্রয়োজনীয় ন্যায্য বরাদ্দের হিসেব (যা বাস্তবায়নযোগ্য) উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি বর্গের জন্যই আমরা বাজেট বরাদ্দসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুপারিশ উত্থাপন করেছি। আমাদের হিসেবে বাজেট বরাদ্দসহ উত্থাপিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নযোগ্য। আমাদের পুরো বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক দুর্দশা, করোনা মহামারী-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ-প্রভাবিত অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা বিবেচনায় নিয়েছি। একইভাবে, বাংলাদেশের বিদ্যমান অন্যায্য অর্থনৈতিক কাঠামো, বাজেট কাঠামো এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখেছি।

১. পারিবারিক কৃষি

আমাদের হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর (৮.১০ কোটি) জন্য মোট বরাদ্দ-র (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) পরিমাণ হবে ২৯,৪৯১ কোটি টাকা (উন্নয়ন বরাদ্দ ৪৫%)। পারিবারিক কৃষির এ বরাদ্দ মোট জাতীয় বরাদ্দের মাত্র ৪.৩৫%। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৯,৮৮৬ টাকার বিপরীতে পারিবারিক কৃষির জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ৩,৬৪১ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে ৯১% কম। তবে ন্যায্য বরাদ্দ (মাথাপিছু জনসংখ্যানুপাতে বরাদ্দ) বিবেচনায় নিলে চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল ৩,২৩,০৭৭ কোটি টাকা (কিন্তু হয়েছে মাত্র ২৯,৪৯১.০৮ কোটি টাকা)। যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের তিনগুণ বৃদ্ধি ধরে হিসেব করি তাহলে এ জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৮,৪৭৬ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১৩%। আর বিদ্যমান মাথাপিছুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি ধরে হিসেব করলে এ জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৮,৯৮৪ কোটি টাকা।

যদি চলমান বরাদ্দ প্রবণতা বজায় থাকে তবে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য মোট বরাদ্দ হবে ৩৩,২৩৬ কোটি টাকা । তবে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেটীয় বরাদ্দ যদি জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমান হয়, সেক্ষেত্রে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ হওয়ার কথা ৩,৬৪,১০৩ কোটি টাকা। যেহেতু বিদ্যমান বাজেটের আকার ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে আদর্শ বরাদ্দ প্রস্তাব বাস্তবায়ন কঠিনসাধ্য কাজ হবে, তাই আমরা বাস্তবায়নযোগ্য দুটি বিকল্প প্রস্তাব করছি। যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের তিনগুণ বৃদ্ধি করি, তাহলে তার পরিমাণ হবে ১২,৩০৯ টাকা। সে মাথাপিছু যদি পারিবারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ৮.১০ কোটির সঙ্গে গুণ করি তাহলে এ জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৯,৭১২ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১৩%। আর বিদ্যমান মাথাপিছুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে হিসেব করলে বরাদ্দ পরিমাণ আরো বেশী গ্রহণযোগ্য হতে পারে। প্রস্তাবিত ৪,১০৩ টাকা মাথাপিছু দ্বিগুণ করে যদি পারিবারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংখ্যার সঙ্গে গুণ করি তাহলে এ জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৬, ৪৭৫ কোটি টাকা।

পারিবারিক কৃষির জন্য সুপারিশমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; পারিবারিক কৃষিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এ বর্গের মানুষদের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ধীরে ধীরে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমপরিমাণ করতে হবে । বাজেটে পারিবারিক কৃষির সাথে জড়িত

প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মাত্র ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দ্রুত ও সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রান্তিক কৃষকের জন্য ভর্তুকি মূল্যে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে এবং তা সঠিকভাবে বাধাহীন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকদের বিনা সুদে অথবা সহজ শর্তে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। কৃষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীমা চালুর জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। ফসলসহ উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। করোনা সংকট এবং সম্ভাব্য খাদ্য সংকটের কথা মাথায় রেখে সরকারি শস্য ক্রয়ের পরিমাণ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৩ গুণ বৃদ্ধি করা জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারি গুদামের সর্বোচ্চ ব্যবহার, সরকারি নতুন গুদাম নির্মাণ এবং একই সাথে বেসরকারি গুদাম ভাড়ায় নিতে হবে।

## ২. গ্রামীণ নারী

বাংলাদেশে গ্রামীণ নারী জনসংখ্যা হবে আনুমানিক ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ, যারা মোট জনসংখ্যার ৪০.৭৭%। আমাদের হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মোট বরাদ্দের (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) পরিমাণ হবে ৩৮,৭৯৪ কোটি টাকা। গ্রামীণ নারীর এ বরাদ্দ মোট জাতীয় বরাদ্দের মাত্র ৫.৭২%। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৯,৮৮৬ টাকার বিপরীতে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ৫,৫৯৮ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে ৮৬% কম। গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেটীয় বরাদ্দ যদি জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমান হত সেক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল ২,৭৬,৮০৯ কোটি টাকা, যা জাতীয় বরাদ্দের ৪১ শতাংশ। আর যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের তিনগুণ বৃদ্ধি করি (১৬,৭৯৪ টাকা) তাহলে গ্রামীণ নারীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াত ১,১৬,৩৯২ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১৭.১৬%। আর বিদ্যমান মাথাপিছুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলে (৭,২৮২ টাকা) গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াত ৭৭,৫৮৮ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১১.৪৪%।

আদর্শ অবস্থা বিবেচনায় দেশের গ্রামীণ নারীর জন্য আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু ন্যায্য বরাদ্দ হওয়ার কথা ৪৪,৯৫১ টাকা। কিন্তু সেটা বাস্তবতা নয়। গ্রামীণ নারীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে, যদি চলমান বরাদ্দ প্রবণতা বজায় থাকে তবে মোট বরাদ্দ হবে ৪৩,৭২৫ কোটি টাকা (যা মোট বাজেটের ৫.৭২%)। তবে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বাজেটীয় বরাদ্দ যদি জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমান হয় সেক্ষেত্রে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তাদের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ হবে ৩,১১,৫১০ কোটি টাকা। যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের তিনগুণ বৃদ্ধি করি (১৮,৯২৪ টাকা) তাহলে গ্রামীণ নারীর (৬.৯৩ কোটি) মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৩১,১৭৩ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১৭.১৬%। আর বিদ্যমান মাথাপিছু দ্বিগুণ বৃদ্ধি (১২,৬১৬ টাকা) ধরে হিসেব করলে তাহলে গ্রামীণ নারীর মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৭, ৪৪১ কোটি টাকা ।

গ্রামীণ নারীর জন্য সুপারিশমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ধীরে ধীরে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। গ্রামীণ নারীর প্রতি বাজেট বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা জরুরি। কভিড-১৯ ও অর্থনৈতিক সংকট-মন্দার শিকার প্রান্তিক গ্রামীণ ভূমিহীন, খামারি, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র অ-কৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারীর পুনর্বাসনে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে। কৃষক হিসেবে নারী কৃষকদের স্বীকৃতি এবং তা কার্যকরে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্পগুলোয় নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোটা রাখতে হবে। গ্রামীণ নারী যাতে খামার এবং খামার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য দ্রুত এবং ঝামেলাহীন ভাবে ঋণ পেতে পারেন তার জন্য পৃথক বাজেটীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। নারী-কৃষক ও নারী কৃষি-শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিপণনের জন্য পরিকল্পিতভাবে বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। বাজেটে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের জন্য ভ্যাট ও ট্যাক্স মওকুফ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নবায়ন ফিস্ কমাতে হবে। সকল নারী-কৃষকের জন্য কৃষি বীমা এবং সকল প্রান্তিক গ্রামীণ নারীর জন্য স্বাস্থ্য বীমার জন্য বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ রাখতে হবে।

## ৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশে এখন আদিবাসী জনসংখ্যা হবে ৫০ লক্ষ, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৯৪ % । আমাদের হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আদিবাসীর জন্য মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ৯,৬২৫ কোটি টাকা। আদিবাসীর জন্য এ বরাদ্দ মোট জাতীয় বরাদ্দের মাত্র ১.৪২%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৯,৮৮৬ টাকার বিপরীতে আদিবাসীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ আনুমানিক ১৯,২৫০ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে ৫২% কম। ফলে এটা বলা যায় যে, এ বর্গের জনগোষ্ঠীরা বাজেটে

অতি মাত্রা বরাদ্দ-বৈষম্যের শিকার। তবে ন্যায্য বরাদ্দ বিবেচনায় নিলে চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসেবটা হত এরকম: তাদের বাজেটীয় বরাদ্দ যদি জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমান হত সেক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ হতো ১৯,৯৪৩ কোটি টাকা, যা জাতীয় বরাদ্দের ২.৯৪%। আমরা জানি ২০২২-২৩ অর্থবছরে যেখানে জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৯,৮৮৬ টাকা, সেখানে আমাদের হিসেবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৯,২৫০ টাকা। যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের দ্বিগুণ বৃদ্ধি করি (৩৮,৫০০ টাকা) তাহলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৯,২৫০ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ২.৮৩%।

যদি চলমান বরাদ্দ প্রবণতা বজায় থাকে তবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দ হবে ১০,৮৪৭ কোটি টাকা। তবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটীয় বরাদ্দ যদি জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমান হত সেক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ হওয়ার কথা ২২,৪৭৫ কোটি টাকা। যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের দ্বিগুণ বৃদ্ধি করি (৪৩,৩৮৯ টাকা) তাহলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ২১,৬৯৪ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ২.৮৩%।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ সুপারিশমালা হল: আদিবাসী মানুষের গোষ্ঠীভিত্তিক জনসংখ্যা নিয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশেষ আদিবাসী জনশুমারি করা প্রয়োজন। উন্নয়নের সুফল সমানভাবে নিশ্চিত করার জন্য এ বর্গের মানুষদের মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। অবস্থা অপরিবর্তিত হলে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ হবার কথা ১০,৮৪৭ কোটি টাকা। বাজেট বৈষম্য হ্রাসে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা জরুরি। সেক্ষেত্রে আসন্ন অর্থবছরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট হতে হবে কমপক্ষে ২১,১৬৪ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ২.৮৩%)। আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেটে সংশ্লিষ্ট সকল খাত-উপখাতভিত্তিক লাইন আইটেমসহ বরাদ্দ প্রদর্শন করতে হবে; 'পার্বত্য' ও 'সমতল' এর আদিবাসী মানুষের জন্য ওই বরাদ্দ ভিন্ন ভিন্ন দেখানো স্বচ্ছতার নিরিখে যুক্তিসংগত হবে। যেসব খাত-উপখাতে সুনির্দিষ্ট লাইন আইটেমে যুক্তিসঙ্গত বরাদ্দ দিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হল- বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষার (ভাতা) পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি; ঝিরি-ঝরণা-বন সংরক্ষণ; সুপেয় পানি; রেশন ব্যবস্থা; নিরাপদ খাদ্য; বিনামুল্যে স্বাস্থ্য সেবা; মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস; বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ব্যংক ঋণ; নারী বান্ধব উন্নত কৃষি প্রযুক্তি; উৎপাদিত ফল-ফসলের ন্যায্য মূল্য; নারী উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তা; মাতৃভাষায় শিক্ষা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, উপকরণ, হোস্টেলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ।

**৪. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ**

বাংলাদেশে এখন কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের সংখ্যা হবে ১৪ কোটি ০৬ লক্ষ, যারা মোট জনসংখ্যার ৮২.৭০% । আমাদের হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ৪,৩৪৫ কোটি টাকা। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের এ বরাদ্দ মোট জাতীয় বরাদ্দের মাত্র ০.৬৪%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৯,৮৮৬ টাকার বিপরীতে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৩০৯ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে ৯৯.৩৩% কম। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটীয় বরাদ্দ যদি জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমান হত (অর্থাৎ যদি বরাদ্দ বৈষম্য না থাকতো) সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল ৫,৬০,৭৭৯ কোটি টাকা, যা জাতীয় বরাদ্দের ৮২.৭০%। যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের ত্রিশগুণ বৃদ্ধি করি (৯,২৭০ টাকা) সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াত ১০৩,৩৩৬.২ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১৯.২২%। যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছুর বিশগুণ বৃদ্ধি করি (৬,১৮০ টাকা) তাহলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮৬,৮৯০ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১২.৮১%।

চলমান মাথাপিছু বরাদ্দ প্রবণতা বজায় থাকলে আসন্ন অর্থবছরে এ জনগোষ্ঠীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হবে মাত্র ৩৪৮ টাকা। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে, মোট বরাদ্দ হবে ৪,৮৯৭ কোটি টাকা (যা মোট বাজেটের ০.৬৪%)। তবে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটীয় বরাদ্দ যদি জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমান হয় সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দ হবার কথা

৬,৩২,০১১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮২.৭২%। আমাদের হিসেব মতে, যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের ত্রিশগুণ বৃদ্ধি করি (১০,৪৪৭ টাকা) সেক্ষেত্রে কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর (১৪.০৬ কোটি) জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৪৬, ৮৮৮ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১৯.২২%। আর যদি আমরা বিদ্যমান মাথাপিছুর বিশগুণ বৃদ্ধি ধরে হিসেব করি তাহলে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৭, ৯২৫ কোটি টাকা, যেটা মোট জাতীয় বরাদ্দের ১২.৮১%।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বাজেটে তেমন কোনো বরাদ্দই থাকে না। উন্নয়নে জরুরি এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা হবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৭%। অথচ চলমান (২০২২-২৩) বাজেটে এ খাতে মোট বরাদ্দ ৪,৩৪৫ কোটি টাকা (মোট বাজেটের মাত্র ০.৬৪%), আর মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৩০৯ টাকা। চরম এ বরাদ্দ বৈষম্য দূর করতে হবে। অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হলে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বাজেট বরাদ্দ হবার কথা ৪,৮৯৭ কোটি টাকা। আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আমাদের সুপারিশ হল এ বর্গে মাথাপিছু বরাদ্দ এখনকার তুলনায় ২০ গুণ বৃদ্ধি করা, ফলে মোট বাজেট বরাদ্দ হবে ৯৭,৯২৫ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ১২.৮১%)। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট সকল বৃহৎ বর্গের খাত-উপখাতকে বাজেটে ভিন্ন লাইন আইটেম হিসেবে বরাদ্দসহ দেখাতে হবে। কৃষি-ভূমি-জলা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী তদারকি করতে মনিটরিং সেল গঠন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। সরকারি খাসজমি-জলাশয় সিএস (CS) রেকর্ড অনুযায়ী উদ্ধার করার জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা দরকার।

এই গবেষণায় আমরা পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ দেখার চেষ্টা করেছি। আমাদের হিসেবপত্তর দেখাচ্ছে যে জাতীয় বাজেটে এই চারবর্গের সবাই চরম বরাদ্দ-বৈষম্যের শিকার। তাই আমরা বাজেটে বরাদ্দ বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে হিসেবপত্তর করেছি। প্রথমে আদর্শ বরাদ্দের হিসেব (যখন প্রতিটি বর্গের মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হবে জাতীয় মাথাপিছুর সমান) আর তারপরে বর্তমান কাঠামোতেই প্রয়োজনীয় ন্যায্য বরাদ্দের হিসেব (যা বাস্তবায়নযোগ্য) তৈরী করেছি। প্রতিটি বর্গের জন্যই আমরা বাজেট বরাদ্দসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুপারিশ উত্থাপন করেছি। আমরা মনে করি বাজেট বরাদ্দসহ উত্থাপিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নযোগ্য। তবে এও মনে করি যে এসব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে না। এজন্য জ্ঞানভিত্তিক কৌশলিক জোরদার অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি যেখানে প্রান্তিক প্রতিটি বর্গের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরী।